প্রথম আলো

তারিখ 31 JAN 2012
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ১

৪১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজ ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি

সময় পেল আরও এক বছর

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কথা ছিল, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব (স্থায়ী) ক্যাম্পাসে যেতে ব্যর্থ হবে, তারা গত সেপ্টেম্বরের পর আর শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। চার মাস পর গতকাল সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সভা করে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরও এক বছর সময় দিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) হিসাবে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত নিজস্ব ক্যাম্পাসে গেছে ১১টি। বাকি ৪১টি নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি।

সভাসূত্র জানায়, ক্যাম্পাস নিজস্ব জমিতে যথাযথভাবে স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোনো কোর্স, প্রোগ্রাম, ইনস্টিটিউট বা অনুষদ খোলা কিংবা নতুন কোনো স্থানে ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হবে না। এ ছাড়া জমি কিনতে হবে আগামী ছয় মাসের মধ্যে।

নিজস্ব ক্যাম্পাসে ১১ বিশ্ববিদ্যালয়: আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো হলো: নর্থ সাউথ, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি-চট্টগ্রাম, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম, আহ্ছানউল্লাহ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, বিজিসি ট্রাস্ট, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, ইনডিপেনডেন্ট, স্টামফোর্ড, প্রিমিয়ার ও সিটি ইউনিভার্সিটি।

ক্যাম্পাস নির্মাণাধীন সাতটির: আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমি কিনে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ করছে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলো হলো ব্র্যাক (সাভারে ভবন নির্মাণ করে সেখানে একটি সেমিস্টারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে), ইস্ট ওয়েস্ট, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাউথইস্ট, এশিয়া প্যাসিফিক, ডেফোডিল, (নিজস্ব ক্যাম্পাসে একটি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে) ও শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী এক বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসের কাজ শেষ করে তা ইউজিসিকে অবহিত করতে হবে।

জমি কিনে নকশা অনুমোদন করেছে সাতটি: আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় নকশা অনুমোদন করেছে, কিন্তু নির্মাণকাজ শুরু করতে পারেনি। এগুলো হলো আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, গ্রিন, লিডিং, মেট্রোপলিটন এবং সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী ছয় মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শুরু এবং এক বছরের মধ্যে স্থানান্তরের কাজ শেষ করে ইউজিসিকে অবহিত করতে হবে।

এ ছাড়া, জমি কিনলেও ভবনের নকশার অনুমোদন করেনি ১৮টি। ইবাইস, অতীশ দীপংকর ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মালিকানায় দ্বন্দ্ব রয়েছে। আগামী তিন মাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিকে অবহিত করতে হবে। নদার্ন, ইউআইটিএস এবং লিডিংসহ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও কমিশনের সঙ্গে মামলা রয়েছে, সেগুলো দ্রুত আদালতের মাধ্যমে নিরসন করতে হবে। দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চলমান থাকায় কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী, ইউজিসির সদস্য আতফুল হাই শিবলী প্রমুখ।